চুড়ান্ত ক্রুসেইড এর বিষয়ে কিছু উপলব্ধি

ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা আল্লহ রব্বুল ‘আলামিন এর জন্যে। স্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ, তার পরিবার ও সাহাবাগণের উপরে। অতঃপর

আল্লহর ইচ্ছায় ইতিহাসের বার বারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। এটা আল্লহর তার সৃষ্টির সাথে আচরণের একটি সুন্নাহ (প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি)।

ইতঃপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি, আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না। {সূরাতুল আহযাব : ৬২}
তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটি আল্লাহর নিয়ম; আর তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না। {সূরাতুল ফাতহ : ২৩}

ক্বদর থেকে কোন মুক্তি নেই। এটা হবারই এবং তা হবেই।

মুশরিকিনের আরবে, পারস্যে ও হিন্দে সাহাবা ও তাবিইদের হাতে পতনের পরে জিহাদের মূল লক্ষ্য ছিল ক্রুশ উপাসক রোমানদের বিরুদ্ধে। যেখানে শাম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল মুসলিম ও ক্রুসেইডার (صَلِيبِيِّين) দের ভেতরে। এবং এমনটা সব সময়েই হবে যতদিন না পর্যন্ত এই ত্বগুত ক্রুশ (صَلِيب), মাসিহ ইসা عليه السلام ভেঙ্গে ফেলেন ।

যেহেতু এই চুড়ান্ত ক্রুসেইড বর্তমানে চলমান, মাঝে মাঝে কিছু সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়ে বন্ধ থাকায় এবং এর পরেই ক্রুসেইডারদের বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা তা আবার শুরু হওয়ায় (যখনই এমন টা ঘটেছে), এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কিছু বিষয়ের দিকে আলোকপাত করি। আমরা আল্লহর কাছে চাই যে যেন তিনি আমাদের এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের চোখ আছে, এবং যারা বধির, মূক ও অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত নন কারণ এই শ্রেণীর লোকেরা (দ্বীন) বুঝতে অক্ষম।

রোমান ক্রুসেইডারদের ব্যাপারে কিছু ভবিষ্যৎবাণীঃ

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত । রসুলুল্লহ বলেছেনঃ কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না রোমান সেনাবাহিনী ’আমাক’ অথবা ’দাবিক ’ নগরীতে অবতরণ করবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনা হতে এ পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। অতঃপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হবার পর রোমানরা বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের মধ্যে যাদের বন্দী করেছে। আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো।

তখন মুসলিমগণ বলবে, আল্লাহর শপথ ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবো না। অবশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে। আল্লহ তা ’আলা কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহর নিকট শহীদানের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর

সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে আর কখনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। তারাই ইস্তাম্বুল জয় করবে। তারা নিজেদের তরবারী যায়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বন্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে- দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার -পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে।

এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এটি মিথ্যা খবর । তারা যখন শামে পৌছবে তখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হতে শুরু করবে তখন সালাতের সময় হবে। অতঃপর ইসা عليه السلام অবতরণ করবেন এবং সালাতে তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহর শত্রু তাকে দেখামাত্রই বিগলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায় । যদি ইসা عليه السلام কাউকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলা ইসা عليه السلام এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ইসা عليه السلام এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন ।
{সহীহ মুসলিম }

আল্লহর রসূল ﷺ বলেছেন, 'অদূর ভবিষ্যতে তোমরা রূমকদের (রোমানদের) সাথে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা একসঙ্গে অপর একটি শত্রুদলের মোকাবেলা করবে। তাতে (আল্লহর পক্ষ থেকে) তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে , তোমরা গনীমাহও লাভ করবে এবং নিরাপদে থাকবে। তারপর তোমরা (উভয় দল) ফিরে আসবে, অবশেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি প্রশস্ত ও সুজলা -সুফলা স্থানে অবতরণ করবে। সেখানে নাসারাদের (খ্রিষ্টান) এক ব্যক্তি একটি ক্রুশ (صَلِيب) উঁচু করে বলবে , 'ক্রুশের বরকতে আমরা বিজয় লাভ করছি'। তা শুনে মুসলিমদের মধ্য হতে একজন বলবে , 'বরং আল্লহর বরকতে আমরা বিজয়ী হয়েছি'। এ বলে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে ফেলবে। ফলে রূমক খ্রিষ্টানরা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবে এবং ভীষণ যুদ্ধের জন্য বিরাট সেনাবাহিনী একত্রিত করবে '।
কোন কোন বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বলেছেন , 'তখন মুসলিমগণ সাথে সাথে আপন অস্ত্রসমূহ ধারণ করবে এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। অবশেষে আল্লহ এ দলকে শাহাদাতের দ্বারা সম্মানিত করবেন।
রোমানরা তাদের নেতাকে বলবে , 'আরবদের বিরুদ্ধে আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট '। অতঃপর তারা মালহামার (কিয়ামাতের পূর্বের মহাযুদ্ধ) জন্য জড়ো হতে শুরু করবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকার নীচে অবস্থান নিয়ে লড়াই করবে , আর প্রতিটি পতাকার অধীনে বারো হাজার করে সৈন্য থাকবে '। {সহীহ — ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ:২৭৬৭, ইবনু মাযাহ , ইবনু হিব্বান :৬৭০৯ ও আল-হাকিম কর্তৃক যূ -মিখবার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত }

আবদুল্লহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেন, 'কিয়ামত ততক্ষণ সংঘটিত হবে না , যাবত লোকেরা মীরাস ভাগ করবে না এবং গনীমাহর সম্পদে আনন্দিত হবে না '।

অতঃপর তিনি শাম অঞ্চলের দিকে নির্দেশ করে বলেন, 'শত্রুরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাসমাবেশ করবে। আর মুসলিমরাও তাদের মোকাবেলায় এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করবে'।
ইবনু যাকির তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কি রোমান হবে?'
তিনি বললেন, 'হ্যা, সেখানে এক মহাপলায়ন সংগঠিত হবে। অতঃপর মুসলিমগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে শত্রুর মোকাবিলায় মৃত্যু অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেবে, পূর্ণ বিজয় লাভ না করে যারা প্রত্যাবর্তন করবে না। তারপর উভয়পক্ষ যুদ্ধ করতে থাকবে রাতের আঁধার নেমে বাধা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত। অতঃপর উভয়পক্ষই বিজয়ী না হয়েই আপন শিবিরে ফিরে যাবে। অবশ্য উভয় সেনাদলের অগ্রবর্তী সৈন্যরা সকলেই নিহত হয়ে যাবে। অতঃপর (পরদিন) মুসলিমগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে মৃত্যু অবধি যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য পাঠাবে, যারা বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। তারপর উভয়পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। অবশেষে রাত্র তাদের মধ্যে আড়াল হয়ে যাবে এবং উভয় দলই বিজয় ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রবর্তী দলও নিহত হয়ে যাবে। এরপর তৃতীয় দিনও মুসলিমগণ একদল সৈন্য পাঠাবে এবং বিজয়ী হওয়া ব্যতীত ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করবে। অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয়পক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। পরিশেষে উভয়পক্ষই বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রবর্তী দলটিও বিলীন হয়ে যাবে। অতঃপর চতুর্থ দিন মুসলিমদের অবশিষ্ট সকলেই একত্রে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন আল্লহ কাফিরদেরকে পরাজিত করে মুসলিমদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করবেন। এ যুদ্ধে মুসলিমগণ এমন লড়াই করবে যে, ইতোপূর্বে এরূপ ঘোরতম যুদ্ধ আর কখনো দেখা যায়নি। এমনকি যদি কোন উড়ন্ত পাখি লড়াইয়ের ময়দানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তা সেনাদলকে পিছনে ফেলতে সক্ষম হবে না, বরং তা মরে পড়ে যাবে (পঁচা লাশের দুর্গন্ধের কারণে অথবা যুদ্ধেক্ষেত্র অতিক্রম করতে অক্ষম হওয়ার কারণে)। কোন পিতা বা পরিবারের একশত সন্তান থাকলে যুদ্ধ শেষে গুণে দেখবে, তাদের মধ্যে মাত্র একটি লোক বেঁচে আছে। এমতাবস্থায় কিভাবে গনীমাহর সম্পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি আনন্দিত হতে পারে? আর কারই বা মীরাস বণ্টিত হবে? মুসলিমগণ এ অবস্থায় থাকতেই সহসা এটা অপেক্ষা আরো একটি বিরাট যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে। তারা এ ঘোষণা শুনতে পাবে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল (সদলবলে) তাদের পরিবার-পরিজনদের মাঝে পৌঁছে গেছে। এ সংবাদ শ্রবণমাত্রই তাদের হাতে যা কিছু ছিল তা সেখানে ফেলে দিয়েই দাজ্জালের উদ্দেশে ছুটে চলবে এবং শত্রুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসেবে পাঠাবে'।
রসূলুল্লহ বলেছেন, 'যে দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসেবে পাঠানো হবে নিশ্চিতভাবে আমি তাদের ও তাদের পিতৃ-পুরুষদের নাম এবং তাদের অশ্বের রঙ কীরূপ হবে তা অবগত আছি। তারা হবে সর্বাপেক্ষা উত্তম অশ্বারোহী'। অথবা বলেছেন, 'তৎকালীন ভূপৃষ্ঠের উত্তম আরোহীদের অন্যতম'। {সেহিহু মুসলিম, মুসনাদু আহমাদ:৩৬৪৩, সহিহ্য ইবনু হিব্বান:৬৭৮৬}

এই হাদীসগুলো নির্দেশ করে মুসলিমরা রোমান নাসারাদের (খ্রিষ্টান) সাথে যুদ্ধে জড়াবে। নাবি এর আরবি জবানিতে রোম বলতে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ও সাহাবাদের কর্তৃক

শাম বিজয়ের পূর্বে সেখানে তাদের উপনিবেশগুলোকে বোঝায় । একটি যুদ্ধবিরতি বা চুক্তির দরুন (মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যকার এ লড়াইয়ে) সাময়িক বিরতি থাকবে এবং এ সময়ে মুসলিম ও খ্রিষ্টানরা এক অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। অবশ্য এর মানে এ নয় যে , তাদের মধ্যে কোন সামরিক সহযোগিতা সংগঠিত হবে , যেমনটি কতিপয় মুহাদ্দিসীনগণ বলেছেন ,
'বরং (এর মানে) তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজেরা লড়াই করবে এবং তারাও (খ্রিষ্টানরা) একই সময়ে একই শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেরাই লড়াই করবে '। (হাশিয়্যাহ আস - সিন্ধি 'আলা ইবনু মাজাহ)

এটিই নববি শিক্ষার সামঞ্জস্য । নাবি ইরশাদ করেছেন ,

فلن أستعين بمشرك
'আমি কখনো কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করবো না '। {সহিহু মুসলিম :১৮১৭}
অপর বর্ণনায় এসেছে , তিনি বলেন ,
'আমরা কোন মুশরিকের সাহায্য নিবো না '। {ইমাম আহমাদ ও ইবনু হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত }
তিনি আরও ইরশাদ করেন,
'আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধেও মুশরিকদের থেকে সহযোগিতা কামনা করি না '। {এই হাদীসটি 'হাসান ', যা ইমাম আহমাদ , আল-হাকিম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন }

দাওলাতাল ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাগণের শেষ জামানার আলামত গুলোর ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি :

হুসনুয যান বিল্লাহ (আল্লহর প্রতি সুধারণা), ফিতান ও মালাহিম এর ফিকহ সমূহ , এবং তাওহীদ ও জিহাদ এর ওপরে বেঁচে থাকা ; এইসব বিষয়ের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আশার ফলে আদ দাওলাতাল ইসলামের উমারাগণ আবু মুস 'আব আয যারক্বাওয়ি , আবু হামজাহ আল মুহাজির , আবু 'উমার আল বাগদাদী রহিমাহুমুল্লহ , ইনাদের থেকে কিছু বাণী উৎসারিত হয়েছিল। তারা জানতেন যে ইরাকে মুজাহিদিন দের এই মেহনত অবশেষে মালহামায় রূপান্তর নেবে - তা যত আগে বা পরেই ঘটুক না কেন।

শাইখ আবু মুস 'আব আয জারক্বাওয়ি রহিমাহুল্লহ বলেন , "(যুদ্ধের) অগ্নিশিখা এখানে ইরাকে প্রজ্বলিত হয়েছে এবং এর উত্তাপ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে বিইজনিল্লাহ। এবং অবশেষে এ আগুন ক্রুসেইডার (صَلِيبِيِّين) বাহিনীদের দাবিকে পুড়িয়ে শেষ করে দিবে। "
{আইনা আহলুল মুরু 'আত}

আবু হামজাহ আল মুহাজির রহিমাহুল্লহ বলেন , "হে তাওহীদের সেনানীরা , রাত জাগা দুনিয়া বিমুখেরা , জঙ্গলের সিংহেরা , আল্লহ আপনাদের উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন , আমাদের ও সকল মুসলিমদের পক্ষ থেকে। আমি যুদ্ধ দেখেছি এবং যোদ্ধাদের দেখেছি , এবং আমি আল্লহর নামে কসম খেয়ে বলছি , আমি আল্লহর নামে কসম খেয়ে বলছি , যে বিলাদুর

রাফিদাইনে (ইরাক) আমাদের উম্মাহ আমাদেরকে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ও সত্যবাদী সর্বোত্তম ব্যক্তিদের দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। আমি আমার চোখ দিয়ে এদের মতো আর কাউকে দেখিনি, আমি আমার কান দিয়ে এদের মতো আর কারও ব্যাপারে কখনও শুনিনি একমাত্র মুসলিমদের প্রথম অগ্রনী জামা’আহ ব্যাতিরেকে (সাহাবা রদিয়াল্লহু ‘আহহুম)। সুতরাং আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তারা তাদের বক্তব্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সত্যবাদী, ওয়াদার ক্ষেত্রে সবচ্যীয় বিশ্বস্ত, মানুষদের মাঝে সবচেয়ে দৃঢ়পদ, এবং আল্লহর আনুগত্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। আমার এক মুহূর্তের জন্যেও এ সন্দেহ মনে আসে না, এবং আল্লহই সবচেয়ে ভালো জানেন, যে (ইনশাআল্লহ) আমরাই হব সেই জুনুদ যারা (তাওহীদের এই) পতাকা আল্লহর বান্দা মাহদির হাতে তুলে দেব। আমাদের প্রথমজনেদের (অর্থাৎ, প্রথম জামা’আহ) যদি হত্যা করে ফেলাও হয়, তবুও আমাদের শেষ রা তা (এই পতাকা) উনার হাতে তুলে দেবে (ইনশাআল্লহ)।” {সায়ুহযামুল জাম’উ ওয়া ইয়ুওয়াল্লুনাদ দাবুর}

আবু ‘উমার আল বাগদাদী রহিমাহুল্লহ বলেন, “ইরাকি এই জিহাদ, জিহাদী অঞ্চলগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। এসব অঞ্চল তাদের শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পরেছিল। সেই সাথে এটা (এই ইরাকি জিহাদ) ইয়াহুদিদের রাষ্ট্র আক্রমণের ও বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের পথ প্রস্তুত করেছে। ব্যাপারটা এমন, যেন, আমি ইরাকের আসা’ইব (দলসমূহ) এর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, যারা এখানে থেকে বের হবে মাহদীকে নুসরত দিতে, যখন তিনি কা’বাহ এর গিলাফ ধরে থাকবেন।” {হাসাদ আস সিনিন}

এই ফিরাসাহ (দৃষ্টিভঙ্গি / চিন্তাভাবনা) এবং দ্বীনের গভীর জ্ঞান আবু ‘উমার আল বাগদাদী রহিমাহুল্লহ এর বক্তব্যেই পাওয়া যায়, “উম্মাতাল ইসলাম, যখন আমরা দাওলাতাল ইসলামের ঘোষণা দিলাম আর বললাম যে এই দাওলা হিজরত ও জিহাদের দাওলাহ, আমরা আল্লহর সম্পর্কে তখন মিথ্যা বলছিলাম না, এবং পরিশেষে (আল্লহর) বান্দাদের সম্পর্কে। আল্লহ আমাদের প্রতি যে নিয়ামত বর্ষিত করেছেন (এটাই প্রমাণ করে) যে আমরা এই জিহাদের মাঠে আল্লহর সুন্নাহ সম্পর্কে অধিকরত বোঝার সক্ষমতা রাখি (ইনশাআল্লহ)। আর এই বুঝ এসেছে মুজাহিদিন দের মাঝের মুহাজিরিন আর আনসারদের রক্ত দিয়ে, যখন আমরা আমাদের নিজেদের চোখ দিয়ে তাদের চরিত্র আর মানহাজ দেখেছি। {হাসাদ আস সিনিন}

এই যে শব্দগুলো, এসবই লিখিত হয়েছে রক্ত দিয়ে, তাদেরই রক্ত যাদের মুখ থেকে তা (এসব শব্দাবলী) উৎসরিত হয়েছে। আল্লহ তাদের সবাইকে কবুল করুন।

এই ধরণের দৃঢ় বিশ্বাস অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই উপলব্ধি করা কষ্টকর। যেমনিভাবে তা কষ্টকর ছিল মুসলিমদের পক্ষে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লহ এর ইয়াকিন আর ফিরাসাহ বোঝা তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময়গুলোতে। যেসব হৃদয় কুর’আন, সুন্নাহ এবং সালাফদের আসার থেকে দূরে অবস্থান করে, তারা এই ফিরাসাহ কে হাস্যকর মনে করবে। কারণ এমন ব্যক্তিদের অন্তর বস্তুবাদ দ্বারা পরিপূর্ণ (ফলে তারা গ্বইবে বিশ্বাস করতে, আল্লহর ওয়াদায় বিশ্বাস করতে অক্ষম। এতে করে তারা বস্তুগত ভাবে যখন দেখে কাফিররা সংখ্যায় ও শক্তিতে বেশী ফলে তারা ধরে নেয় মুসলিমদের বিজয় ও সম্ভব নয় -অনুবাদক); তাদের অন্তর খালাফ ও মু’তাজিলাদের দর্শন ও বিদ’আতের সাথে যুক্ত।

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লহ তার শিক্ষক শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এর ফিরাসাহ সম্পর্কে বলেন, “এবং আমি নিজে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ

রহিমাহুল্লহ এর ফিরাসাহ এর কিছু অপূর্ব জিনিস দেখেছি। আর আমি নিজে যা দেখিনি তা এর থেকেও অনেক অনেক বড়। কোন ব্যক্তি যদি তার ফিরাসাহ এর উদাহরণগুলো সংগ্রহ করত তাহলে তা দিয়ে একটা বই লিখে ফেলা যেত।”

“তিনি তার সাথীদের বলেছিলেন যে তাতার রা শামে প্রবেশ করবে ৬৯৯ সালে, এবং মুসলিম সৈন্যেরা পরাজিত হবে। দিমাশক্বে মুসলিম রা বড় রকমের হত্যাকান্ড ও দাসত্বের শিকার হবেনা। এবং শত্রুপক্ষের লালসা ও কামনা হবে সম্পদের জন্যে। এবং তিনি এমনটা বলেছিলেন তাতার রা যখন আক্রমণের প্রস্তুতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, তারও অনেক আগে।”

“অতঃপর তিনি লোকজন ও তাদের নেতৃবৃন্দকে জানালেন ৭০২ সালে যখন তাতার রা শামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যে, দুর্ভাগ্য ও পরাজয় তাতার দের ওপরে পতিত হবে এবং মুসলিমরা (এবার) বিজয়ী হবে। তিনি তারপরে এই কথার ওপরে সত্তর বার কসম খেলেন। যখন তাকে বলা হলো, ‘ইনশাআল্লহ বলুন’, তিনি তখন বললেন ‘ইনশাআল্লহ (আমি বলছি) ইয়াক্বিনের সাথে, সন্দেহের কারণে নয়’। আমি তাকে এমনটা বলতে শুনেছিলাম। তিনি বলেন, ‘যখন তারা (লোকেরা) আমাকে তাদের সন্দেহপূর্ণ কথাবার্তা দিয়ে বিরক্ত করা শুরু করল, আমি তাদের বললাম এমনটা করা বন্ধ করুন এবং এটা বললাম যে আল্লহ তা’আলা তার লাওহুল মাহফুজে এটা লিখে রেখেছেন যে তাতার রা এই বার পরাজিত হবে আর বিজয় মুসলিম দের জুনুদ দের জন্যেই। [১] আর আমি কিছু সেনা অধিনায়ক ও সৈন্যদের বিজয়ের সুমিষ্টতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করতে সক্ষম হয়েছিলাম তারা শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করার জন্যে বের হবার আগে।”

১ [যদি বর্তমান সময়ে আল্লহর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা কেউ বলত তবে নিঃসন্দেহে সত্যিকার অর্থে জাহিল কিন্তু ইল্মের দাবীদাররা তাকে বিদ’আত ও আল্লহদ্রোহী কথা বলার তোহমত দিত]।
“আর তার সুদৃঢ় ফিরাসাহ ছিল (শুকনো মৌসুমে) বৃষ্টির মতো যখন দুইটি গাজওয়া সংঘটিত হয়।”

“আর যখন তাকে মিসরে ডাকা হয় তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, যখন তার জন্যে তেলের ডেগ গুলো ফুটছিল, এবং সব কিছুই তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল, তার সাথীরা এক হয়েছিল তাকে বিদায় জানাতে। তারা বলেছিল, ‘আপনাকে যে তারা হত্যা করতে পারে এমন অসংখ্য বার্তা এটার দিকেই ইঙ্গিত করছে, এবং তা সংখ্যায় অনেক বেশী।’ সুতরাং তিনি তখন তাদের বললেন, ‘ওয়াল্লহি, তারা এমন টা করতে কখনই সক্ষম হবেনা’। তারা বলল, ‘তবে কি আপনি কারারুদ্ধ হবেন?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, এবং আমার এই কারাবাস হবে দীর্ঘ সময়ের জন্যে। তারপরে আমি কারামুক্ত হব এবং লোকেদের সামনে (আবারও) সুন্নাতের কথা বলব।’ আমি তাকে এমনটা বলতে শুনেছিলাম।”

“যখন জাশিনকির নামের তার এক শত্রু রাজত্ব দখল করল এবং শাইখুল ইসলাম কে এ সম্পর্কে অবগত করা হলো, তারা তাকে বলেছিল, ‘এখন সে আপনার বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র (বাস্তবায়ন) করতে সক্ষম হবে’ এর জবাবে তিনি আল্লহর শুকরিয়া আদায় করে সুজুদে পড়ে গেলেন এবং লম্বা সময় সুজুদরত অবস্থায় থাকলেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

‘(আপনার) এই সুজুদের কারণ কী ?’ তিনি বললেন, ‘এটা তার অপমান ও অসম্মানের সূচনা এবং (এই রাজত্ব দখলের মাধ্যমে) তার ক্ষমতার পতন এখন থেকে শুরু হলো। তার চূড়ান্ত পরাজয় অতি নিকটেই।’ তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘এমনটা কখন ঘটবে?’ তিনি বললেন, ‘সৈনিকরা তাদের ঘোড়াগুলো খুটিতে বাঁধার সময় তারা পাবে না যতক্ষন না পর্যন্ত তার রাজ্য পরাজিত হচ্ছে।’ এবং বাস্তবে ঠিক এমনটাই হয়েছিল, ঠিক যেমনিভাবে তিনি বর্ণনা করেছিলেন। আর আমি এমনটা তার থেকে শুনেছিলাম। [...]”

“আর তিনি আমাকে (এমন) অসংখ্য বিষয়ের ব্যাপারে বলেছিলেন যা ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে, কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্দিষ্ট না করেই। আমি এর কিছু কিছু সংঘটিত হতে দেখেছি এবং বাকিগুলো সংঘটিত হতে দেখার অপেক্ষায় আছি। অবশ্য আমি যা দেখেছি, তার তুলনায় তার পুরনো সাথীরা অনেক বেশীই দেখেছেন। আর আল্লহই অধিক জানেন।” {মাদারিজ আস সালিকিন}

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এর ব্যাপারে উপরোক্ত লেখাগুলো পড়ার পরে একজন ব্যাক্তি কোনক্রমেই মুজাহিদিনের উমারার আল্লহর প্রতিশ্রুতি আর রসুলুল্লহ এর ভবিষ্যতবাণী গুলোর ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস ও ইয়াকিন দেখে অবাক হওয়ার কথা নয়।

ক্রুসেইড বিষয়ে শাইখ ‘আদনানীর বক্তব্যঃ

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল ‘আদনানি আশ শামি رحمه الله বলেন, “ হে দাওলাতাল ইসলামের সৈনিকগণ, আপনারা প্রস্তুত হোন ক্রুসেইডার (صَلِيبِيِّين) এর সর্বশেষ অভিযানের ব্যাপারে। হ্যাঁ, বিইজনিল্লাহ, এটাই তাদের চূড়ান্ত অভিযান হবে। এরপরে, আমরা তাদের আক্রমণ করব বিইজনিল্লাহ, তারা আমাদের আক্রমণ করবে না। {“নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন” শীর্ষক বক্তব্য থেকে}

এবং তিনি বলেন, “এবং আমরা তোমাদের ওয়াদা করেছি (হে ক্রুসেইডার) বিইজনিল্লাহ তোমাদের এই অভিযান তোমাদের চূড়ান্ত অভিযান হবে। এটা গুড়িয়ে দেয়া হবে এবং তোমরা পরাজিত হবে, শুধু (গতবারের তোমাদের অভিযানগুলো থেকে বর্তমানের পার্থক্য এই যে), এবার আমরা এই অভিযান শেষে তোমাদের আক্রমণ করব, এবং তোমরা এর পরে আর কখনই আমাদের আক্রমণ করতে পারবে না। আমরা তোমাদের রোম বিজয় করব, তোমাদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেব, তোমাদের নারীদের সাবি’ বানাবো ইনশাআল্লহ তা’আলা। এটা তার সুবহানাহু আমাদের প্রতি করা ওয়াদা, এবং তিনি তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আমরা যদি তোমাদের সেই সময়ে পর্যন্ত পৌঁছাতে নাও পারি, তবে আমাদের সন্তান ও তাদের সন্তানেরা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছাবে আর তারা তোমাদের সন্তানদের দাস হিসেবে দাসেদের বাজারে বিক্রি করবে।” {“নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন” শীর্ষক বক্তব্য থেকে}

এবং তিনি বলেন, “সুতরাং, আল্লহ আপনাদের (দাওলাতাল ইসলামের জুনুদ) বিজয় দেবেন। অবশ্যই আল্লহ আপনাদের বিজয় দেবেন। ওয়াল্লহি, আল্লহ আপনাদের বিজয় দেবেন। সুতরাং, আমাদের আপনারা দুইটি জিনিসের নিশ্চয়তা প্রদান করুন, এবং আমরা আপনাদের নিশ্চয়তা প্রদান করছি অপরিবর্তনীয় এবং চুড়ান্ত বিজয়ের বিইজনিল্লাহ। প্রথমত, আপনারা কারোর প্রতি জুলুম করবেন না, না আপনারা (আপনাদের মাঝের কারোর অন্যের প্রতি করা) জুলুমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এই বিষয়ে চুপ থেকে এবং তা উমারাগণের প্রতি উত্থাপন না করে। দ্বিতীয়ত, আপনারা কখনই দাম্ভিক ও অহংকারী হয়ে উঠবেন না। এই বিষয়টা আমরা আপনাদের থেকে আসবে বলে ভয় পাই এবং আপনাদের জন্যে ভয় পাই (যে আপনারা অহংকারী হয়ে উঠবেন)।” {“নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন” শীর্ষক বক্তব্য থেকে}

এবং তিনি বলেন, “হে আল্লহ, এই ক্রুসেইড অভিযান তাদের শেষ ক্রুসেইড অভিযানে পরিণত করে দিন, যাতে করে আমরা তাদের আক্রমণ করতে পারি, তারা যেন আমাদের আর আক্রমণ না করতে পারে।” {“নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন” শীর্ষক বক্তব্য থেকে}

তিনি কোন প্রকারের সন্দেহ ছাড়াই এটা প্রকাশ করে দেন যে যদি মুজাহিদিন তাদের রব এর সাথে তাদের ওয়াদা ধরে রাখে (এবং তা ভঙ্গ না করে), এবং কেবল একমাত্র তারই ওপরে তাওয়াককুল করে, তবে এই দুর্বল, ঘৃণ্য ও নিষ্ফল ক্রুসেইড তাদের চুড়ান্ত ও সর্বশেষ ক্রুসেইড হবে, এবং যার ফলশ্রুতিতে ফলাফলস্বরূপ এক সন্ধি হবে আর পরবর্তীতে ক্রুসেইডারের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন যা আল মালহামাতুল কুবরাতে গিয়ে ঠেকবে। ওয়াল্লহু আ’লাম।

ক্রুসেইডের ফলে ইরান ও রাশিয়ার লাভসমূহঃ

পারস্য ও রাশিয়া - এই দুটি শক্তি শতাব্দির পর শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, এদের মাঝের অদ্ভুত এক জোট তৈরী হয়েছে। তাদের সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কিছু যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লহ তা’আলা নাজিল করেছেন, “রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটস্থ ভূমিতে, কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে। কয়েক (তিন থেকে নয়) বছরের মধ্যেই; (কোন্ কাজ হবে) আগে ও (কোন্ কাজ হবে) পরে সে ফয়সালা আল্লাহরই। সেদিন মু’মিনরা আনন্দ করবে। (সে বিজয় অর্জিত হবে) আল্লাহর সাহায্যে। যাকে ইচ্ছে তিনি সাহায্য করেন, তিনি মহাপরাক্রমশালী, বড়ই দয়ালু। এটা আল্লাহর ও‘য়াদা, আল্লাহ তাঁর ও‘য়াদার ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।” {আর রুমঃ ২-৬}

এবং শতাব্দি ধরে চলে আসা পাশ্চাত্যের সাথে পারস্য ও রাশিয়ার এই সংঘাতের পরেও আমরা দেখি যে , পাশ্চাত্য নেতারা যেমন বুশ ও ওবামা মধ্যপ্রাচ্যে পারস্য ও রাশিয়ার প্রভাব শক্তিশালী করতে যে কোন কিছুই করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বুশের এই ভ্রম সম্পর্কে শাইখ আবু হামজাহ আল মুহাজির رحمه الله বলেন, "আমি এই বেকুব, যাকে তার লোকেরা মান্য করে (অর্থাৎ বুশ), তাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সে খুব অল্প সময়ের মাঝেই প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের যশ পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ফলে, গরবাচেভ যতটা না তার নিজের রাষ্ট্রের (সোভিয়েত ইউনিয়ন) এর জন্যে ছিল, সে তার নিজের রাষ্ট্রের প্রতি আরও বেশী অমঙ্গল বয়ে নিয়ে এসেছে। বুশ পারসিয়ান সাম্রাজ্য (বর্তমান ইরান রাষ্ট্র) কে আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ করে দিয়েছে, যেখানে অতীতের পারস্য সাম্রাজ্যের জন্যে তা কঠিন বাঁধা ছিল। দ্বিতীয় দফায় সে ইরাকে (আক্রমণ করে) এবং এর সম্পদ গুলো তাদের (ইরান) জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়, যেখানে অতীতে তারা সেখানকার এক চুমুক পানিও পান করার স্বপ্ন দেখত না। আর এখন তারা এর তেল চুষে নেয়, এর সম্পদ লুট করে, এর লোকেদের দাস বানায়। তৃতীয়ত , সে সিরিয়ার রাফিদি নুসাইরি জালিম কে আতঙ্কিত করে তোলে সিরিয়ায় এক অবরোধ আরোপ করার ফলে। [২] এতে করে সে তার রাষ্ট্রের দরজা শত নয় বরং হাজারো পারস্যদের জন্যে খুলে দেয় তাদের নাগরিকত্ব দেয়ার মাধ্যমে, এবং তারা সমর্থক বনে যায় দাজ্জাল নাসরুল্লাত এর এজেন্ট দের, যাকে 'নাসরুল্লহ' বলে ডাকা হত। এই ব্যক্তি সদ্যই রোমান মিলিটারি শক্তির চূড়ান্ত রূপ (যা হচ্ছে এখন ইস্রাইলি সেনাবাহিনী) এর বিরুদ্ধে তথাকথিত এক বিজয় পেয়েছিল। ফলশ্রুতিতে, অতীতের সেই পারস্য সাম্রাজ্য নতুন করে আবারও সম্পূর্ণ হয় এবং তা 'মা ওয়ারা আন-নাহর (ما وراء النهر)' থেকে শুরু করে ইরান দিয়ে ইরাক হয়ে আল মাদা'ইন (المدائن) (এটা অতীত পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমান সময়ে বাগদাদের কাছাকাছি ছিল এর অবস্থান -অনুবাদক) হয়ে শামে গিয়ে ঠেকে। সুতরাং, আপনারা কি মনে করেন যে মাজুসি পারস্যবাসীরা জীবনে কোনদিন এই বেকুব বুশের (সাহায্যের) প্রতিদান দিতে পারবে - যে তাদেরকে তাদের অতীত গৌরব ফিরিয়ে দিয়েছে আর এর জন্যে তাদের একটা বুলেট ও ছুড়তে হয়নি আর একজন সৈন্যও ত্যাগস্বীকার করতে হয়নি? আপনারা কি মনে করেন, রোমানদের মাঝে বোধসম্পন্ন যারা আছে তারা এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে তারা পারস্যের গোলামে পরিণত হয়েছে এবং তারা তাদের জন্যে এমন সব মার্সেনারি যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে যারা তাদের জন্যে বেতন ছাড়াই যুদ্ধ করে?"
{ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ}

[২] শাইখ رحمه الله এখানে ত্বগুত বাশশার এবং বুশের শাসনামলে সিরিয়ার ওপরে চাপিয়ে দেয়া অবরোধের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। এই অবরোধে শামের মুসলিমদেরই কেবল ক্ষতি হয়েছিল পক্ষান্তরে ত্বগুত ও তার সহযোগীদের সত্যিকার অর্থে তেমন কোন ক্ষতিই হয়নি। আল্লহ তা'আলা যেন দাওলাতাল ইসলামের হাতে নুসাইরিয়্যাহ দের ধ্বংস করার তাওফিক দেন।

আমেরিকান আর পাশ্চাত্যের অনেক লোকই তাদের সুপ্রাচীন এই শত্রুর এবং এদের মিত্রদের ব্যাপারে আলোচনা করেছে। সম্ভবত রসুলুল্লহ এই সাধারণ শত্রুদের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন (হাদীসে)। হেনরি কিসিঞ্জার, একজন ইয়াহুদি ক্রুসেইডার (صَلِيبِيّ), যে কিনা একজন

প্রাক্তন ইউএস সেক্রেটারি অফ স্টেইট এবং ইউএস ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজার, সে বলে, “বিশ্ব যত রকমের সংকটেই পড়ুক না কেন, ইউনাইটেড স্টেটস এর জন্যে ইরান থেকে তাদের মনোযোগ সরানো উচিৎ হবে না।” ন্যাশনাল পাবলিক রেডিওর সাংবাদিক স্কট সাইমন,

কিসিঞ্জারের করা এই উক্তিটি তার নিজস্ব ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছিল।

হেনরি কিসিঞ্জার আরও বলে, “তেহরান থেকে শুরু করে বাগদাদ হয়ে বাইরুত পর্যন্ত এক ধরণের শিয়া-বেল্ট এক বাস্তবতায় রূপ নিয়েছে। আর এটা ইরান কে এক সুযোগ এনে দিয়েছে তাদের সুপ্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের, কিন্তু এই বারে “শিয়া” নামের মোড়কে (তারা এমনটা করবে)। ভৌগলিক কৌশলগত দিক বিবেচনা করলে আমি ইরান কে আইএস এর চেয়ে বৃহত্তর সমস্যা বলে মনে করি। আইএস হচ্ছে কিছু এডভেঞ্চার প্রিয় লোকেদের দল যারা খুব আগ্রাসী আদর্শ লালন করে। কিন্তু তাদের অনেক অনেক এলাকা দখল করতে হবে যদি তাদের এক স্থায়ী, ভৌগলিক কৌশলগত বাস্তবিক (হুমকিতে) রূপ নিতে হয়। আমি মনে করি আইএস এর সাথে এই সংঘাত - যদিও তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ - কিন্তু তা স্বত্বেও এটা ইরানের সাথে সংঘাতের চাইতে সামলাবার মতো।” {এনপিআর এর সাক্ষাৎকার} [৩]

[৩] এই একই সাক্ষাৎকারে এই অহংকারী আর কাপুরুষ ইয়াহুদি বলে, “আমি মনে করি আমরা যখন আইএস এর মতো কোন দলের সাথে সংঘাতে লিপ্ত, আমাদের এমন কোন অবস্থানে (কখনোই) যাওয়া উচিৎ নয়, যেখানে আমরা আমাদের সৈন্য সরাসরি প্রেরণ করে তাদের ঠিক করে দেয়া এলাকায় তাদের মুখোমুখি হব। বরং, আমাদের কিছু কৌশলগত লক্ষ্য স্থির করা উচিৎ, যেখানে আমরা তাদের ঠিক করা যে কোন লক্ষ্য ভণ্ডুল করে দেব। এবং আমরা এমনটা করতে সক্ষম হব কারণ আমাদের তাদের থেকে অধিকতর ভাল বিমান বাহিনী আছে। এর পরে আমরা যদি অন্য কিছু রাষ্ট্র এবং স্থানীয় (মিলিশিয়া) গ্রুপ গুলোকে তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামাই, আশা করা যায় আমরা তাদের ধ্বংস করতে পারব”

আসলে, দাওলাতাল ইসলামের ব্যাপারে তার এই হালকা ধারণা এই কারণে যে, দাওলাতাল ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিশ্লেষণ তার বস্তুবাদী চিন্তাধারা থেকে উৎসরিত। যেই চিন্তাধারায় তারা বিশ্বাস করে যে শক্তি একমাত্র নিহিত রয়েছে অস্ত্র ও প্রযুক্তির মাঝেই। কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে সত্যিকার শক্তি নির্ভরশীল তাওহীদের আক্বিদাতে, যা একজন ব্যক্তিকে মুক্ত করে সকল প্রকারের ভয় থেকে এবং তার মাঝে একমাত্র তার রব এরই ভয় বিদ্যমান থাকে এর ফলে সে তার রবের নুসরত পেতে সক্ষম হয়। সুতরাং, ইরান কখনই (তাদের ভাষ্যমতে) “দাওলাতাল ইসলাম অপেক্ষা বড় হুমকি” হবেনা যদিনা পাশ্চাত্য দাওলাতাল ইসলামের সাথে কোন সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হয়, যেখানে তারা মুসলিম দের বিরুদ্ধে সকল প্রকারের আগ্রাসন বন্ধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে।

সিআইএ এর সাবেক কর্মকর্তা মাইকেল শইয়্যার, যিনি ‘বিন লাদেন ইশ্যু স্টেশন’ এর প্রধান ছিল, সে বলে, “ এখন পর্যন্ত যদিও প্রজ্ঞা রয়েছে ইরাক ও সিরিয়াতে কী হচ্ছে তা ভালোভাবে লক্ষ্য করার মাঝে, এবং তা দেখতে হবে একেবারে সুস্পষ্টতার সাথে। এই দুই জায়গাতেই অবস্থানকারী সেই সব ব্যক্তিরা, যাদের একাধিক ইউএস এডমিনিস্ট্রেশন আমেরিকার শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে, তারা নিজেদের মাঝে (লড়াইয়ে ও) একে অপরকে হত্যায় লিপ্ত। সিরিয়াতে আসাদ সরকার, ইরান, লুবনানের হিজবুল্লাহ এরা এক হয়ে সারা বিশ্বে থেকে আসা সুন্নি মুজাহিদিন দের হত্যায় লিপ্ত। সেই সাথে তারা (এই সুন্নি মুজাহিদিন এর) স্থানীয় মিত্র ও সাহায্যকারীদের ও হত্যায় লিপ্ত। পক্ষান্তরে, সিরিয়ায় এই সুন্নি ইসলামপন্থীরা আসাদের সেনাবাহিনী, ইরানের রিভোলিউশনারি গার্ড, আর হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের হত্যায় লিপ্ত। এটা ইউনাইটেড স্টেটস এর জন্যে একটা নিখুঁত পরিস্থিতি, যেখানে আমাদের সকল

শত্রুরা একে অপরকে হত্যা করছে আর আমাদের একটা পয়সা অথবা একজন (সৈনিকের) জীবন খরচ হচ্ছে না।”

“ইরাকে আমরা একই ধরনের চমৎকার ঘটনা ঘটতে দেখছি। বহুজাতিক সুন্নি মুজাহিদিন এবং সাদ্দামের সাবেক সেনাবাহিনী সদস্যেরা যুদ্ধ ও হত্যায় লিপ্ত মালিকির একনায়ক সরকার, এর শিয়া সেনাবাহিনী, এবং এর ইরানী সেনা সহায়তাকারীদের। আর এখানে ঠিক সিরিয়ার মতোই মালিকি আর তার গুন্ডাবাহিনী আমাদের সুন্নি ইসলামপন্থী শত্রুদের হত্যায় লিপ্ত। ইরাকে সেই সাথে একটা আনন্দদায়ক বোনাস ফল পাওয়াস সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। যদি ইউনাইটেড স্টেটস এই বিবাদ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, ইরাকে শুরু হওয়া এই নতুন যুদ্ধ একটা ব্যাপক মাত্রায় শিয়া বনাম সুন্নি গৃহযুদ্ধের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে পারে। এর ফলে আমাদের দুই দলীয় প্রধান ক্ষমতাধারীরা যেভাবে তাদের বর্ণনা দেয় “মুসলিম শত্রু” হিসেবে, তার নিজেদের মাঝে হত্যাযজ্ঞ চালাতে পারে একটা দীর্ঘ সময় ধরে, এবং সেটা নজীরবিহীন পর্যায়ে চলে যেতে পারে। এবং আবারও (উল্লেখ করছি), আমাদের এতে একজন (সৈনিকের) জীবন অথবা একটা ডলার ও খরচ হবেনা।”

“সুতরাং, আমাদের এখন উচিৎ একটা লম্বা শ্বাস নেয়া এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিটারস কে উপদেশ দেয়া, পিছে হেলান দিয়ে বসা আর ঠান্ডা মেজাজের সাথে আর একেবারে পাশে থেকে (নিজেরা সরাসরি না জড়িয়ে) খেয়াল করা সিরিয়া আর ইরাকে কি ঘটছে। সেই সাথে আমাদের উচিৎ না কোন পক্ষই অবলম্বন করা, আর কারও সাহায্যের আবেদনেও সাড়া দেয়া অনুচিত। বিশেষ করে উন্মাদপ্রায় নব্য রক্ষণশীলদের ডাকের সাড়া দেয়া উচিৎ না, যারা এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে তারা তাদের প্রিয় ইজরাইল কে ২০০৩ সালে ইরাকে আক্রমণ করে ডুবিয়েছে। আর আমাদের এই প্রার্থনা করা উচিৎ যে ওবামা যেন ইরানের সাথে সহযোগিতা শুরু না করে মালিকির শিয়া জুলুম পুনরায় চালু করতে, কারণ এতে করে সারা সুন্নি বিশ্বের চিরস্থায়ী শত্রুতাই অর্জন হবে।”

সে আরও বলে, “তাহলে আমরা কি করব? প্রথমত ইরাক থেকে সম্পূর্ণ ও চুড়ান্তভাবে দূরে থাকা। পুনরায় নাক গলানো মানেই আবারও আমেরিকান অর্থ ও জীবনের ক্ষয় ক্ষতি, আর এর ফলে তলের দাম এখনকার থেকে আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে। (কিন্তু যদি তারা এমনটা করে) এর ফলে মনে হবে যে ইউনাইটেড স্টেটস পুনরায় তেল সমৃদ্ধ এক মুসলিম দেশে হস্তক্ষেপই করছে না, বরং তারা সুন্নি শিয়া ধর্মীয় যুদ্ধে শিয়া দের পক্ষ অবলম্বন করে সুন্নিদের বিরুদ্ধাবলম্বন করছে। আর তারা সুন্নি মুসলিম বিশ্বে ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে ঘৃণিত।”

যদিও তার বক্তব্যে রাফিদাদের হাতে আরও বেশী মুসলিমদের হত্যার আশা প্রকাশ পায়, যা ইউএস উল্লাসের সাথে উপভোগ করবে, সে এর ভিতরে একটা সত্যও প্রকাশ করেছে যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা দরকার। এবং তা হলো, আমেরিকার এমন কি ঠেকা পড়েছে যে সে তার স্বীয় দুই শত্রুপক্ষের নিজেদের ভেতরের যুদ্ধের ভেতরে নাক গলায় আর একটা শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে এমন ভাবে যে, এতে করে সেই অঞ্চলে সেই শত্রুরই কেবল স্বার্থ রক্ষা হয়, এবং আর কারও স্বার্থ নয়?

ওবামা এখন ইরাকি সরকার কে শক্তিশালী করছে (আর্টিকেলটি যখন দাবিকে ছাপানো হয় সেই সময়ের ঘটনা -অনুবাদক), এবং এই সরকার নিঃসন্দেহ ভাবে ইরানী গোয়েন্দা সংস্থা, সেনাবাহিনী ও অর্থ দ্বারা সমর্থিত। ইরানী শিয়া মিলিশিয়ারা এখন বাগদাদ “প্রতিরক্ষায়” যুদ্ধে লিপ্ত। ইরাকি সরকার ও এর ইরানি প্রতিষ্ঠাতারা সিরিয়ায় আসাদ সরকারের অন্যতম বড় মিত্রশক্তি। তারা আবুল ফাদল আল ‘আব্বাস ব্যাটালিওন ও সেনা পাঠিয়েছে। আসাদ বিমান বাহিনী দাওলাতাল ইসলামের বেশ কয়েকটি শামি উইলাইয়াত এ হামলা

বন্ধ করে দিয়েছে , সম্ভবত এই কারণে যে ইউএস বিমান হামলা গুলো তাদের পক্ষেই কাজ করছে আর এ থেকে তারা সস্তায় লাভবান হচ্ছে , বিশেষভাবে যেখানে আসাদ সরকার অর্থনৈতিক ভাবে পতনের মুখে আর তারা খুব একটা ভালভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতেও সক্ষম না। একইসাথে তারা তাদের রাসায়নিক অস্ত্র গুলো পাশ্চাত্য থেকে "লুকাতে" সক্ষম হয়েছে আর এখন তারা তা কোন প্রকারের বাঁধা ছাড়াই ব্যবহার করছে। এদিকে হিজবুল্লাহ ইরাকে ও সিরিয়ায় তাদের গেরিলা সেনাদের পাঠিয়েছে মুসলিম দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ইয়ামেনে হুথিরা - যারা ইরানের মিত্র - তারা স্বন'আ' (صَنْعَاء) দখল করে নিয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় , রাশিয়া - ইরানের সবচেয়ে বড় মিত্র , যে কিনা একই সাথে চীনের ও মিত্র - ইউক্রেনে প্রবেশ করেছে - যা সাধারণ ধারণা মতে পাশ্চাত্যের দখলে ছিল। রাশিয়া আসাদ সরকার কে মুসলিম দের বিরুদ্ধে সাহায্য করেই যাচ্ছে সামরিকভাবে। আবার নতুন করে তারা তাদের পারমানবিক শক্তির সক্ষমতার জানান দিচ্ছে। আর এখানে ওবামা জেদ ধরে আছে এই অঞ্চলে "পারসিক চাঁদ" কে শক্তিশালী করার জন্যে আর রাশিয়ার প্রভাব এই অঞ্চলের বাড়ানোর জন্যে। দেখে এমনটা মনে হচ্ছে যে , আমেরিকান নেতৃবৃন্দ যেন ইয়াহুদিদের রাষ্ট্রের প্রতি তাদের ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে গিয়েছে আর এমন সব কাজ করছে যা পাশ্চাত্যের স্বার্থের জন্যেই ক্ষতিকর।

অক্ষম প্রক্সি যুদ্ধ আর বিমান হামলাঃ

আমেরিকা তার স্বীয় এই দুর্বলতা আর কাপুরুষতার চুড়ান্ত পর্যায়ে তার জনগণ কে নিশ্চিত করেছে যে , তারা সরাসরিভাবে দাওলাতাল ইসলামের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে জড়াবে না , বরং তারা এই অঞ্চলে মুরতাদ প্রক্সিদের ওপরে নির্ভর করবে। তাহলে আমরা দেখি কারা সেই প্রস্তাবিত প্রক্সিগুলো ?

পিকেকে

পিকেকে হচ্ছে মার্ক্সবাদী , জাতীয়তাবাদী , কুর্দি এক দল । এর প্রতিষ্ঠাতা ওজালান (Öcalan) এর জন্ম এক কুর্দি পরিবারে যারা নুসাইরি ধর্মাবলম্বী ছিল । সে এই দলের প্রতিষ্ঠা করে যার ডাক ছিল , এক স্বাধীন , মার্ক্সবাদী কুর্দি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই দল পরে পিওয়াইডিই তৈরী করে , এটি ছিল শামে পিকেকে এর একটি শাখা। পিওয়াইডি কুর্দি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আসাদ সরকারের সহযোগিতায় স্থানীয় কিছু কমিটি গড়ে তোলে। কুর্দি সাবিহাহ কমিটি গুলোর প্রতি দায়িত্ব ছিল সেই সকল কুর্দি মুসলিমদের টার্গেট করা যারা আসাদের বিরুদ্ধে কথা বলত আর নুসাইরিয়্যাহ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করত । ইউরোপে মাদক চোরাচালানের জন্যে যেসব সংস্থা জড়িত পিকেকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুলোর একটি। ক্রুসেইডার যেমন ইউএস , ইইউ এবং তাদের তুর্কি হাতের পুতুল (এরদোয়ান সরকার) দ্বারা এটি একটি "সন্ত্রাসী" সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত । এইসব "কমি" (কমিউনিস্টদের পাশ্চাত্যের দেয়া অপমানজনক ডাকনাম -অনুবাদক), "সন্ত্রাসী" এবং আসাদ সরকারের সমর্থক - যারা অসংখ্য দুর্বল নারী "যোদ্ধা" এর সমন্বয়ে গঠিত (এই নাম গুলো এদের পাশ্চাত্যেরই দেয়া , শত্রু হিসেবে তাদের ছোট করে দেখানোর জন্যে - অনুবাদক) - এখন ইউএস বিমান হামলার মাধ্যমে তাদের সহায়তা পাচ্ছে শামে। অবশ্য , আল্লহর ক্ষমতা ও শক্তিতে (بقوة الله وعزته) এত বিমান হামলা স্বত্বেও এবং পিকেকে গেরিলাদের তুরস্কে সাধারণ ধারণাকৃত দীর্ঘ

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকার পরেও , দাওলাতাল ইসলাম পিকেকে কে তাদের অধিকাংশ শক্তিশালী অবস্থান থেকে তাড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

এফএসএ

এফএসএ (ফ্রি সিরিয়ান আর্মি) হচ্ছে একটা ভঙ্গুর এক জোট যেখানে অনেকগুলো দল যুক্ত হয়েছে যাদের মাঝে তেমন শক্ত কোন বন্ধন নেই এবং যার তুরস্ক ভিত্তিক একটা দুর্বল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছে। আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের কোন বড় রকমের যুদ্ধ বিজয় নেই। আর এই এফএসএ এর পতনের পরে এবং তথাকথিত "ইসলামিক ফ্রন্ট " এর "ইসলামপন্থী " দের উত্থানের পরে এদেরকে আল সালুল (সাউদি রাজবংশ) ও ক্বতার সমর্থন দিতে থাকে। যদিও এফএসএ দাবী করে যে তারা কুফরি গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্যে লড়াই করছে , বাস্তবিকতা হচ্ছে এই , এদের "সেনাবাহিনীর " চুরি ও তামাক ছাড়া কোন আদর্শ নেই। যার ফলে তাদের সৈনিকেরা প্রায়শই নিজেদের এফএসএ থেকে নিজেদের আনুগত্য বদলায় , কখনও জাওয়াহিরির প্রতি তো কখনও পিকেকের প্রতি। উদাহরণস্বরূপ , জাবহাত সুওয়ার আর রাক্কাহ। একইসাথে তারা প্রায়ই পাশ্চাত্য ও মুরতাদ দাতাদের থেকে পাওয়া অস্ত্র সরঞ্জাম প্রায় বিনা পয়সায় অস্ত্র চোরাচালানকারীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। দাওলাতাল ইসলাম এইসব অনেক অস্ত্রসামগ্রী আকর্ষণীয়ভাবে কম অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করেছে। পরিশেষে , এই সেনাদল এখনও ক্রুসেইডার দ্বারা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়নি মুজাহিদিন এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্যে।

পেশমারগা

পেশমারগারা একটা দীর্ঘ সময় ধরে মার্ক্সবাদী পিইউকে দ্বারা প্রভাবিত ছিল । কিন্তু পরে বারজানি (بارزانی) ক্ষমতা দখলের পরে সে এদের নিয়ন্ত্রন হাতে নেয় এবং এই মিলিশিয়াদের আরেকটু "আকর্ষণীয় রূপ " দেয়। বারজানির ক্ষমতাকালে কুর্দিস্তান যুদ্ধস্পৃহা নষ্ট করার এক আদর্শ স্থানে পরিণত হয় - এমন এক জায়গা যা ছিল কামনা ও দুনিয়ার স্থান । অতীতের পেশমারগাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বর্তমানেরা এখন দুর্বল হৃদয়ের কিছু মার্সেনারি যাদের ভেতরে আক্বিদাহ বলে কিছুই নেই যারা কেবলই তাদের

স্বল্প কিছু বেতনের অপেক্ষায় দিন গোনে। এই কারণে , দাওলাতাল ইসলাম তাদের উলাইয়াহ নিনাওয়া থেকে খুব সহজেই তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় ।

আর বাকি থাকে যারা তাদের মাঝে রয়েছে ব্যর্থ ইরাকি সাহাওয়াত কাউন্সিল , প্রস্তাবিত ইরাকি ন্যাশনাল গার্ড যা এখনও প্রস্তুত করা ও প্রশিক্ষিত করাই বাকি , এবং মৃতপ্রায় তথাকথিত "ইসলামিক" ফ্রন্ট। এই শৃঙ্খলাহীন যোদ্ধাগুলো দিয়ে তারা দাওলাতাল ইসলাম কে পরাজিত করতে চায়, যাতে প্রতিদিন শত শত তাওবা করা স্বেচ্ছায় (জীবন দিতে চাওয়া) সেনারা যোগ দেয় যাদের সিরিয়ার সাহাওয়াত এর নেতৃত্বে মোহভঙ্গ হয়েছে।

সুতরাং , এই কাপুরুষ ক্রুসেইডার (صَلِيبِيِّين) এর জন্যে সত্যিকার কোন সেনাবাহিনী মাঠে নেই ফলে তারা শুধুমাত্র বিমান হামলাতে নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে এবং এতে করে তারা আসাদ সরকার কে শামের মুসলিম দের ওপরে বিমান হামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে (অর্থাৎ তারা আসাদ এর কাজ নিজেরাই করে দিচ্ছে - অনুবাদক)। কিন্তু এটাও দেখার বিষয় , এই বিমান হামলা গুলো আসলেই কতটা কার্যকর ? দাওলাতাল ইসলাম এমনভাবে 'আইনুল ইসলাম এবং বাগদাদের অঞ্চল গুলোতে প্রসারিত হয়েছে যা পাশ্চাত্যের ধারণারও বাইরে ছিল । 'আইনুল ইসলাম ছিল দাওলাতাল ইসলামের মনোযোগ এর মূল কেন্দ্রবিন্দু কারণ ইতিমধ্যে এটা নিশ্চিত হয়ে যাওয়া গিয়েছিল যে পিকেকে ক্রুসেইডার (صَلِيبِيِّين) এর প্রধান সহযোগী হতে যাচ্ছে ক্রুসেইডের এই পর্যায়ে , কেননা সাধারণ ধারণা মতে একে তো তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই সাথে তাদের দলের আদর্শ পুরোপুরি সেক্যুলার , সেই আদর্শ মতে তারা ইয়াহুদিদের রাষ্ট্রটিকে ভবিষ্যৎ যে কোন কুর্দি রাষ্ট্রের জন্যে মিত্র মনে করে।

ক্রুসেইডার (صَلِيبِيّ) জেনারেল ডেম্পসি দাবী করে যে ইউএস এর কমপক্ষে ১৫ হাজার যোদ্ধা লাগবে মাঠে দাওলাতাল ইসলাম থেকে এলাকা দখল করতে যেখানে সিআইএ দাবী করে দাওলাতাল ইসলামের ৩১,৫০০ সেনা আছে যাদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ! সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স হেগেল বলে যে তাদের প্রক্সি যোদ্ধাদের যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাওয়া উচিৎ এটা নিশ্চিত করার জন্যে যে , যেসব অস্ত্র সরঞ্জাম ও ত্রাণ ইউএস পাঠায় তা যেন শেষে শত্রুর হাতে গিয়ে না পরে। এসব যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শেষ করতে এক বছরের মতো লাগবে। সুতরাং , ততদিন পর্যন্ত এই ব্যর্থ বিমান হামলাগুলোই ক্রুসেইডার এর একমাত্র যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হবে। শইয়্যার এর মতে , (ইতিহাসে) শুধুমাত্র একবারই যখন কেবলমাত্র বিমান হামলা কোন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টানতে সক্ষম হয়েছে তা হচ্ছে হিরোশিমা ও নাগাসাকির বিমান হামলা।

নিশ্চয়ই , আমেরিকা আবারও এক চোরাবালিতে আটকা পড়েছে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

“১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১” প্রসঙ্গে জর্জ ডাব্লিউ বুশ বলে, “এই ক্রুসেইড, এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, (শেষ হতে) কিছুদিন সময় লাগবে। আর আমি আমেরিকান জনগণ কে ধৈর্য ধারণ করতে অনুরোধ করছি।”

বারাক ওবামা তার পূর্বসূরীর পথ ধরে “৯ অগাস্ট, ২০১৪” প্রসঙ্গে বলে, দাওলাতাল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এই ক্রুসেইড “এক দীর্ঘ মেয়াদী প্রোজেক্ট হতে যাচ্ছে”।

কিন্তু ওবামা আরও বেশী দ্বিমুখী আচরণ করে যখন সসে বলে ইরাক যুদ্ধ ছিলো এক “বোকামির যুদ্ধ”। সে তার প্রেসিডেন্সি শুরুই করে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে সে ইরাক যুদ্ধ এর সমাপ্তি টানবে। কিন্তু সে এর পরিবর্তে তার পূর্বসূরী যেখান পর্যন্ত যুদ্ধ নিয়ে গিয়েছিল, সেখানেই যুদ্ধ পুনরারম্ভ করে, যখন সে ইরাকে পুনরায় সৈন্য পাঠায় নতুন করে আর সৈন্য না পাঠানোর শপথ করার পর। এরপরে সে বিমান হামলার আদেশ দেয়, যার ফলে ইরাকে ও শামে মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশু মারা যায়, সে এমনটা যখন করার অধিকার তার সেনাবাহিনী কে দিয়েছিল তখন সে একই মুখে বলছিল যে ফলি, সটলোফ, হেইন্স আর হেনিং এর হত্যা নাকি অন্যায় হত্যা ছিল। সে (নৃশংসতার) এর সবই অর্জন করেছিল তার প্রহসনের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর।

কিন্তু বুশের ক্ষেত্রে যা হয়নি বরং তার ক্ষেত্রে তা হয়েছে, তার প্রশাসন দ্বিভক্ত হয়ে গিয়েছে (আর্টিকেল টি লেখার সময়ে ওবামা প্রেসিডেন্ট ছিল - অনুবাদক) যুদ্ধ কী আর তাতে কিভাবে বিজিত হওয়া যায় এই বিষয়টি নিয়ে। তারা এটাও ঠিকমতো জানে না তারা আদৌ যুদ্ধাবস্থায় আছে কিনা নেই! কিন্তু এত কিছুর পরেও, তাদের সবাই, এমনকি বুশ ও - আল্লহ তা’আলা তাদের যেমন বর্ণনা দিয়েছেন তারা ঠিক তেমনই, “তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়, সুরক্ষিত জনপদে বা দেয়ালের আড়ালে অবস্থান ছাড়া। তাদের নিজেদের মধ্যেই আছে ভীষণ শত্রুতা। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে কর কিন্তু তাদের অন্তরগুলো ভিন্ন ভিন্ন। এর কারণ এই যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।” {আল হাশরঃ ১৪}

ধূসর অঞ্চলের বিলুপ্তি

ক্রুসেইড এর শুরু থেকেই মিডিয়া ফ্রন্টলাইনে, নিজেদের জিহাদী মতাদর্শবাদী হিসেবে পরিচয় দেওয়া এবং কোয়াসি মুজাহিদিন (অর্থাৎ নিজেদের মুজাহিদিন এর সাথে সম্পৃক্ত করা, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তারা মুজাহিদিন নয়, এমন ব্যাক্তিবর্গ) কিছু লোক নিজেদের এমন একটা অবস্থানে নিজেদের দাড়া করাতে চেয়েছিল যা দাওলাতাল ইসলামের অবস্থান ও নয়, আবার সাহাওয়াত এর অবস্থান ও নয়। কিন্তু ফলশ্রুতিতে তারা শেষে করে মুরতাদ মিডিয়া এবং আরব ত্বাওয়াগিত এর উলামা সমূহের গর্তেই চাপা পড়ে। তারা এমনকি (দাওলাতাল ইসলামের) নুসাইরিয়্যাহ ও সেক্যুলার বিরোধীদের অনুকরণ করে দাওলাতাল ইসলাম কে “দাইশ” এবং “তানজিম আদ দাওলাহ” বলেও ডাকা শুরু করে, যেসব নামে আল সালুল ও ক্বতার এর মিডিয়া চ্যানেল গুলো এবং দরবারী আলেমরা (দাওলাতাল ইসলাম কে বলে ডাকত)। এদের মাঝে একজন উচ্চ

পর্যায়ের “জিহাদী মতাদর্শবাদী আলিম” একটা ফাতাওয়া প্রদান করে যে কিভাবে “জামা’আত আদ দাওলাহ” এর “চরমপন্থা ও তাকফির” মোকাবিলা করা যায়, যেখানে একই ধরণের কথা ওবামা, চাক হেগেল, ডেম্পসি এবং ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এরাও বলে। তার পরামর্শের ভেতরে ছিল, দাওলাতাল ইসলাম পর্যন্ত অর্থনৈতিক সাহায্য ও জনশক্তি না পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা, সেই সাথে ধর্মীয় ভাবে দাওলার বৈধতা অস্বীকার করা, ঠিক যেমনিভাবে ইউএস এর কর্মকর্তারা বলেছিল যে এমনটা “(তথাকথিত) মুসলিম” আলিম দের করা উচিৎ। এত কিছুর পরেও সে এবং তার মতো আর যারা আছে তার দাবী করে যে তারা নিরপেক্ষ!

বিষয়টা দেখে এমন মনে হয় যেন তারা কুর’আন এর আয়াত সমূহ পড়েনি যা আমাদের শিক্ষা দেয় যে ইয়াহুদি ও নাসারা রা মুসলিম দের সাথে তাদের দ্বীনের জন্যেই যুদ্ধ করে এবং (মুসলিমদের মাঝে) যাদের সাথেই তারা অধিকতর তীব্রতার সাথে যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তিই রসুলুল্লহ এর পথের বেশী কাছে অবস্থান করে। “আর ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত’ আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।” {আল বাক্বরহঃ ১২০} “যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে না দেয় এবং তোমাদের যে কেউ নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায়, অতঃপর সেই ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এমন লোকের কর্ম দুনিয়াতে এবং আখেরাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এরা অগ্নিবাসী, চিরকালই তাতে থাকবে।” {আল বাক্বরহঃ ২১৭}

শাইখ আল আওলাক্বি রহিমাহুল্লহ এর মতে, কেউ যদি সত্যপন্থী লোকদের চিনতে চায়, তবে তার উচিৎ শত্রুপক্ষের তীরগুলোর লক্ষ্যবস্তুর দিকে খেয়াল করা। এর অধিকাংশই, যদি না সবগুলো হয়, এখন দাওলাতাল ইসলামের, এর নেতৃবৃন্দ, এর সৈন্য ও এর জনগণের দিকে লক্ষ্য করে আছে।

দাওলাতাল ইসলামের বিরুদ্ধে এই ক্রুসেইড আল্লহর পক্ষ থেকে আসা প্রমাণ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রমাণ, যে, এই খিলাফাহ এর মানহাজ সঠিক মানহাজ। যে কেউ এমনটার বিপরীত কথা বলবে তার উচিৎ হঠাৎ মৃত্যু চলে আসার আগেই নিজের ইমান যাচাই করা, যখন তার এক পা ক্রুসেইডারদের পরিখায় রাখা, আর আরেক পা মুনাফিকিন এর পরিখায় রাখা এবং এই অবস্থায় তারা দাবী করছে যে তারা নিরপেক্ষ ধূসর অঞ্চলে আছে! একজন (সত্যিকার) মুজাহিদ এমন কোন ধুসর অঞ্চল চিনে না। ঠিক এমনটাই মিথ্যাবাদী বুশ বলেছিল, “হয় তুমি আমাদের সাথে (অবস্থান করছ), নয়তো তুমি সন্ত্রাসী জঙ্গিদের সাথে (অবস্থান করছ)।”

শাইখ উসামাহ ইবনু লাদিন رحمه الله মন্তব্য করেন, “বর্তমানে বিশ্ব দুইটি ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে গেছে। বুশ সত্যই বলেছে যখন সে বলেছে, ‘হয় তুমি আমাদের সাথে (অবস্থান করছ), নয়তো তুমি সন্ত্রাসী জঙ্গিদের সাথে (অবস্থান করছ)।’ অর্থাৎ, হয় তুমি ক্রুসেইডের সাথে আছ, নতুবা তুমি আছ ইসলামের সাথে। বুশ এখন সম্মুখসারিতে একটা বিশাল ক্রুশ (صَلِيب) নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমি আল্লহ আজ্জা ওয়া জাল এর নামে কসম করছি, যারাই বুশের পেছনে দাঁড়িয়ে তার পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব মেনে নিবে, সে মুহম্মদ এর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে। এই হুকুম (حكم) টি আল্লহর কিতাব ও রসুলুল্লহ এর সুন্নাহ থেকে পাওয়া হুকুম গুলোর মাঝে সবচেয়ে পরিষ্কার হুকুম। আমি যেমনটা বলেছি উলামাগণও এমনটাই

বলেছেন। এর দলীল পাওয়া যায় আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা এর ক্বওলে যেখানে তিনি মুমিন দের সম্মোধন করে বলেন , "হে মুমিনগণ , ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে , সে নিশ্চয় তাদেরই একজন । নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না " {আল মাই'দাহঃ ৫১ }। আহলুল ইল্ম গণ বলেন , "যে কেউ কুফফারের মিত্রতা অবলম্বন করবে সে কুফর করেছে। " আর সবচেয়ে বড় রকমের মিত্রতা হচ্ছে সমর্থন করা , তা যে বক্তব্য , বর্শা বা কথার মাধ্যমেই হোক না কেন। সুতরাং যে কেউ বুশের মুসলিম দের বিরুদ্ধে এই ক্রুসেইডে তার পিছন পিছনে হাঁটবে , সে আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা ও তার রসুল ে র প্রতি কুফর করেছে। [...] অতএব, আমি মুসলিমদের বলি , ইয়াহুদি ও নাসারাদের সাথে মিত্রতা স্থাপনের ক্ষেত্রে খুব , খুবই সতর্ক হোন । এবং যে কেউই কথা বসত এমনটা করে ফেলেছে , তার উচিৎ আল্লহ কে ভয় করা , তার ইমান নবায়ন করা এবং এই কাজ থেকে তাওবা করা। [...] যদিও সে তাদের শুধুমাত্র একটি শব্দের মাধ্যমে সমর্থন দেক না কেন । যে কেউ তাদের সাথে মিত্রতা করে শুধুমাত্র একটা শব্দের মাধ্যমে , সে রিদ্দায় পতিত হয় - চরম রিদ্দায় পতিত হয় , ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ । {সাক্ষাৎকার - ৪ শাবান ১৪২২ হিজরি }

কিছু লোক যারা নিরপেক্ষ থাকার দাবী করছে , (বাস্তবে দেখা যাচ্ছে) তাদের ক্রুসেইডার রা খুব দ্রুতই ছেড়ে দিচ্ছে যদিও তারা আল সালুল ও ক্বতারের পক্ষ হয়ে মিডিয়া আর মিলিটারি পরিখা সমূহে সার্বক্ষণিক রিবাতে লিপ্ত। এবং সেই সাথে ক্রুসেইডার রা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তার প্রমাণ হচ্ছে তাদের বন্দীদেরকে ক্রুসেইডার দের বিনা শর্তে ছেড়ে দেয়া। ইউএস "গোয়েন্দা " অফিসার দের মতে এটা হচ্ছে দাওলাতাল ইসলামের "চরমপন্থা " থেকে তাদের দূরে সরানোর একটা প্রচেষ্টা।

ইখলাস সম্পন্ন যে কেউ বুঝবে যে , দাওলাতাল ইসলামের বিরুদ্ধে এই ক্রুসেইডে কোন ধুসর নিরপেক্ষ অঞ্চল নেই এবং পুরো বিশ্ব এখন দুইটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগ মুমিন দের , আরেক ভাগ কাফির দের, আর এর সবই চূড়ান্ত মালহামাহ এর প্রস্তুতির জন্যেই হয়েছে।

হে মুসলিমগণ আপনার রাষ্ট্র কে সাহায্যের জন্যে ছুটে আসুন

দাওলাতাল ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেইডের এই বর্তমান অবস্থায় , এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে দাওলাতাল ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব রাষ্ট্র এই ক্রুসেইড জোটে যোগ দিয়েছে , তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা , বিশেষ করে ইউএস, ইউকে, ফ্রান্স , অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানি। বরং , এইসব ক্রুসেইডার রাষ্ট্রের অধিবাসীদের লক্ষ্য করে আক্রমণ করা উচিৎ তাদের যেখানেই পাওয়া যাক না কেন । একজন মুওয়াহহিদ এর "বিশ্লেষণের অসাড়তা " এই রোগে আক্রান্ত হওয়া উচিৎ নয় যার ফলে সে তার সব অপারেশন ত্যাগ করে শুধুমাত্র এই কারণে যে সে ওয়াসওয়াসা তে আক্রান্ত এবং তার "নিখুঁততত্ত্ববাদ " তাকে এমন শুধুমাত্র এমন সব

অপারেশনের দিকে ঠেলে দেয় যা কাগজে কলমেই সম্ভব এবং যা কখনও বিফল হতে পারে না। যদিও তার আমলনামায় শুধুমাত্র একজন মৃত কাফিরের নামও থাকে, তবুও এই অবস্থায় তার রবের সাক্ষাতে তার সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ। কারণ রসুলুল্লহ বলেছেন, “একজন কাফির ও কাফিরের হত্যাকারী জাহান্নামের আগুনে একত্রিত হবেনা।” {সহীহ মুসলিম}

প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ তার ঘর থেকে বের হওয়া, একজন ক্রুসেইডার খুঁজে বের করা, এবং তাকে হত্যা করা। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই হত্যার কৃতিত্ব দাওলাতাল ইসলামের সমর্থকদের ওপরে যেন যায়, যারা তার নেতৃত্বের আনুগত্য করেছে। এবং এটা খুব সহজেই অজ্ঞাতভাবে করা যায়। নতুবা, ক্রুসেইডার মিডিয়া এই ধরণের আক্রমণ কে যে কোন এলোপাথাড়ি হত্যাকান্ড হিসেবে দেখাবে।

যে কোন আক্রমণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। যত কম সংখ্যক লোক এতে জড়িত থাকবে, এবং যত কম আলোচনা এই বিষয়ে ইতোপূর্বে হবে, তত বেশী সম্ভাবনা যে এটা কোন ঝামেলা ছাড়াই করা যাবে। কারোর এমনটা করা উচিৎ না যে সে এই আক্রমণ গুলো দুরূহ করে তুলবে অন্য লোকদের এর সাথে জড়িত করে, অথবা জটিল উপাদান কিনে, অথবা দুর্বল হৃদয়ের লোকেদের সাথে যোগাযোগ করে। “আল্লহর উপরে ভরসা আর ক্রুসেইডার দের ওপরে আঘাত” প্রতিটি দাওলাতাল ইসলামের সমর্থক দের এটা যুদ্ধের ডাক হওয়া উচিৎ।

সর্বশেষে, আপনাদের এটা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে আল্লহ মুসলিমদের সাথেই আছেন, এবং তিনি তাদের কখনই তাদের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিবেন না। আর দাওলাতাল ইসলাম টিকে থাকবে যতদিন না পর্যন্ত এটি তার পতাকা রোমে উড়াতে পারছে (বিইজনিল্লাহ)।